আজকের কাগজ

তারিখ ...27 MAY 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

153

৩৮ দিন পরও শিক্ষক ধর্মঘটের অবসান হয়নি

□ ৪২ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত

□ এগারো হাজার স্কুল-কলেজ বন্ধ

নজমুল কবির শিপন ঃ বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারিদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ফলে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৪২ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন ধ্বংস হতে চলেছে। ধর্মঘট প্রত্যাহার প্রশ্নে ধর্মঘটী শিক্ষকদের অবস্থান অবিচল।

অন্যদিকে আলোচনার জন্যে সরকার পক্ষ নিরুদ্বিগ্ন ভূমিকা নিয়ে চুপ করে আছে। কিন্তু উদ্বিগ্নতা বেড়েছে শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের। বিশেষত আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উভয় পক্ষের অনড় অবস্থানের খেসারত দিচ্ছে

এসএসসি পরীক্ষার আগে সরকার পক্ষ ধর্মঘট নিয়ে ছিলো ভীষণ উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন সময়ে তারা ধর্মঘটী শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে, আলোচনায় বসেছে। শিক্ষকদের কোনো কোনো দাবিও মেনে নেয়া হয়েছে। ঘন ঘন প্রেস নোট দিয়ে পরিস্থিতিকে হালকা করারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু ধর্মঘটী শিক্ষকদের বিরাট অংশই সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা আন্দোলনে রয়েছে গত ১৮ এপ্রিল থেকে।

সরকার এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখেই ধর্মঘট প্রত্যাহার তথা আন্দোলনরত শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে।

'বিশেষ ব্যবস্থাপনায়' পরীক্ষাও নিয়ে নেয়া হয়েছে। অথচ ধর্মঘট সমস্যার সমাধান না হওয়া সত্ত্বেও সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই। সরকার পক্ষের ভূমিকায় মনে হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন করাই তাদের কর্তব্য ছিলো। কিন্তু ৬৮৭টি বেসরকারি কলেজ ও ১০ হাজার ২৯০টি স্কুলের বন্ধ দরজা খোলার দায়িত্ব তাদের নয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রায় ৪২ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সে ব্যাপারে কোনো উৎকণ্ঠা নেই।

বিশেষ ব্যবস্থায় সরকারি কর্মচারিদের দিয়ে পরীক্ষার কাজ চালিয়ে নেয়া যায় কিন্তু শিক্ষাদানসংক্রান্ত কাজ তো আর সেভাবে চলে না। সরকারকে কেবল পরীক্ষা গ্রহণ নয়, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে হবে। পরীক্ষা তো শিক্ষা ব্যবস্থাপনার অংশ মাত্রা আলোচনায় বসা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।